مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআত)এর পরিচয় সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অনেক হাদিস শরীফসমূহের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা ।

সূচনাঃ এতক্ষন আমি উপরে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)বাক্যটির শাব্দিক বিশ্লেষণ করেছি । এখন আমি পৃষ্ঠা নং-১৫১ থেকে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটির পরিচয় এবং أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) দলটির অনুসনের বিষয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাদিস শরীফসমূহ ব্যবহার করে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

প্রথম হাদিস শরীফ

" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِفْتَرَقَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى اِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَ تَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى اِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً

(অর্থঃ- হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: ইয়াহুদিরা একাত্তুর অথবা বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, নাছারারাও একাত্তুর অথবা বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর আমার উম্মৎ তিয়াত্তুর দলে বিভক্ত হবে, সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং- ৪৫৯৬)।
উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতের শুধু অধপতনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অধপতন বলতে বুঝায় পূর্ববর্তী ধর্মসমূহ বিশেষকরে মুসা-ইসা নবী আলাইহিমুস সালামগণের ধর্মের উম্মত বর্তমানে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান হিসেবে পরিচিত সূচনালগ্নে (الْجَمَاعَةِ)একদলবদ্ধ তথা " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ ("আহলুসসুন্নাত ওয়াল আল-জামাআত")বদ্ধ ছিল ।পরবর্তীতে মুসা-ইসা নবী আলাইহিমুস সালামগণের তিরোধানের পর তাঁদের উম্মতেরা একদলবদ্ধ তথা" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ("আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত")নামে দলবদ্ধ থাকতে পারেনি ।বরং তারা একদলবদ্ধ তথা "أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ ("আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত")নামে দলবদ্ধ অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে । তাদের দলে-উপদলে বিভক্তি হয়ে পড়ার এ অবস্থাকে অধ:পতন বলে । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারও একান্ত কাম্য ও নির্দেশ ছিল যে, তাঁর প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি বেহেস্তী দল " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ ("আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'তই") এই পৃথিবিতে বিদ্যমান থাকবে । অন্য কোন দল থাকতে পারবে না । কারণ, মুসলমানদের আল্লাহ এক, নবী এক, ধর্ম এক, কুরআন এক, দলও হবে এক, আর সেই দলের পথও হবে একটি, সেই দলের পথের নামও হবে একটি, আর তা হচ্ছে (سبيل الله (সাবিলুল্লাহ) তথা আল্লাহর পথ) । ভিন্ন ভিন্ন দলের উপস্থিতি থাকলে সেই দলগুলোর পথও হবে ভিন্ন ভিন্ন বহু পথ । সেই পথগুলো হচ্ছে ((سبيل الشيطان সাবিলুশশাইতন) তথা শয়তানের পথ । অন্য কোন দলের বিদ্যমান থাকলে বিভিন্ন দলের সাথে "أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ("আহলুসসুন্নাত ওাাল জামাআ'ত") নামে দলটির সাথে সংঘর্ষ বাঁধবে । পরিণামে পৃথিবিতে অশান্তির সৃষ্টি হবে । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মতের জন্য তা চান না । তাই, তিনি তাঁর উম্মতকে " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ ("আহলুসসুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত") নামে দলনাম ছাড়া ইসলামের নামের

বা গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন দলের উৎপত্তির পরিণাম ফল সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন-

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

"سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِى النَّار إِلاَّ مِلَّةَوَاحِدَة، قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ"

(অর্থঃ- "অচিরেই আমার উম্মৎ ৭৩ (তিয়াত্তুর) দলে বিভক্ত হবে, একটি মাত্র দল ব্যতিত সকল দলই দোযখে প্রবেশ করবে, তাঁরা (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবাগণ রাদিআল্লাহু আনহুম) বললেন, তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) ? তিনি বললেন, "যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি", শব্দের সামান্য পার্থক্য সহ মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল , হদিস শরীফ নং-)।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা থেকে বুঝতে পারলাম যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের উম্মতদের মত (মুসা-ইসা আলাইহিমুস সালামগণের উম্মত হিসেবে পরিচিত ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টানদের মত) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মত, ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলিমগণও ৭৩টি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে অধপতনের শেষ স্তরে পৌঁছে ৭২ টি দল-উপদল দোযখে প্রবেশ করবে এবং এক মাত্র একটি দলই জান্নাতে যাবে। আর সে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহীপ্রাপ্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি । এ কথা আমদেরকে বুঝতে হবে ও জানতে হবে যে, দোযখে প্রবেশকারী ৭২টি দলের প্রত্যেকটির মধ্যেই বড় বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর,গাউস-কুতুব বলে পরিচিত মুসলিম নাম ধারী, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা ইত্যাদি লোক রয়েছেন। কারণ, " أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ ("আহলুসসুন্নাত ওআল জামাআ'ত")নামে দলের নাম ছাড়াই যারা ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন নামে ((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত)) দল-উপদল গঠন করে চলছেন তাঁরাও তো বড় বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর,গাউস-কুতুব বলে মুসলিম সমাজে পরিচিত মুসলিম নাম ধারী, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা ইত্যাদি লোক । অন্য দিকে জান্নাতে প্রবেশকারী الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির মধ্যেও বড় বড় আলিম, মুহাদ্দিস, জ্ঞানী-গুণী, নামাজী, রোজাদার, হাজ্বী, পীর,গাউস-কুতুব, তাসবিহওয়ালা, যিকিরওয়ালা, দাড়িওয়ালা ইত্যাদি লোক রয়েছেন।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফের " مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِى "("যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি") বাক্যাংশ টুকুতে স্পষ্ট করে বুঝা যাচ্ছে না যে, " مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِى " বাক্যাংশ টুকু দ্বারা কোন দলের প্রতি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইঙ্গিত করেছেন। মনে হচ্ছে যেন একটু প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে ।

এই অধ্যায়ে উপরে বর্ণিত (২ নং) হাদিস শরীফের " مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِى " ("যার উপর আমি ও আমার সাহাবীগণ আছি") বাক্যাংশ টুকুতে যেই প্রচ্ছন্নতা রয়ে গেছে বলে মনে হয়েছিল তা পরবর্তী আসন্ন (৩, ৪,৫ নং) হাদিস শরীফ তিনখানাতে দূরীভূত হয়ে গেছে । আমাদের

নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কোন দলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা নিম্নে বর্ণিত এই অধ্যায়ের (৩, ৪,৫, নং)তিনখানা হাদিস শরীফে স্পষ্ট করে اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটিকেই উদ্দেশ্য কররেই বলেছেন।

তৃতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ عَوْفِ بِنْ مَالِكٍ ، قَا لَ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " اِفْتَرَقَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى أِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وافتَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُوْنَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ ، و الَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِىْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَة وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ ، وَثِنْتَان وَسَبْعُوْنَ فِي النَّار" ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ الله مَنْ هُمْ ؟ ، قَالَ : " الْجَمَاعَةُ ." (3992)) في سنن إبن ماجه

(অর্থঃ-আউফ বিন মালিক (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : ইয়াহুদিরা একাত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, একটি দল জন্নাতে আছে, আর সত্তুরটি দল দোযখে আছে । নাছারারাও বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, একাত্তুরটি দল দোযখে আছে, একটি দল জান্নাতে আছে, আর যার হাতে মুহাম্মাদের হায়াত বা জান তার শপথ , আমার উম্মৎ তিয়াত্তুর দলে বিভক্ত হবে,একটি (দল মাত্র) জান্নাতে (প্রবেশ করবে), বায়াত্তুর দলই দোযখে (প্রবেশ করবে), বলা হল : হে আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা), তারা কারা? তিনি বললেন : তারা হচ্ছে اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)", সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৩৯৯৩, সামান্য পার্থক্য সহ সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৪৫৯৭, সামান্য পার্থক্য সহ মুসনাদে আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৬৭৪,)।

চতুর্থ হাদিস শরীফ

عَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكٍ ، أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ بني إسرائل تَفَرَّقَتْ إِحْدَي و سبعين فرقة فَهَلَكَتْ سَبْعُوْنَ فِرْقَةً وَخَلُصُتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَ إِنَّ أُمَّتِيْ سَتَفْتَرِقُ عَلَى أِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً ،تَهْلِكُ إِحْدَي و سَبْعُوْنَ فِرْقَةً وَتَخْلُصُ فِرْقَةٌ ، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ الله مَنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ قَالَ : الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ -". (12674) فِى مسند أحمد

(অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : নিশ্চয়ই বনী ঈসরাইগন একাত্তুর দলে বিভক্ত হয়েগিয়েছিল, সত্তুরটি দল ধ্বংস হয়েগিয়েছিল, একটি দল মুক্ত থেকে গেছে , আর নিশ্চয়ই আমার উম্মত অচিরেই বাহাত্তুর দলে বিভক্ত হবে, একটি দল বেঁচে যাবে, তাঁরা (সাহাবীগণ রাদি আল্লাহু আনহুম) বললেন , ইয়া রাসুলুল্লাহি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা), এরা কোন দল ? তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন) الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত),اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)", ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১২৬৭৪ ।

পঞ্চম হাদিস শরীফ

عَنْ عَوْفِ بِنْ مَالِكٍ ، قَا لَ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " اِفْتَرَقَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى أِحْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً وافتَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى أِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ فِرْقَةً و الَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِىْ عَلَى ثَلَاثٍ

وَسَبْعِيْنَ فِرْقَة وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ ، وَاثْنَتَان وَسَبْعُوْنَ فِي النَّار" ، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ الله ، و مَنْ هُي ؟ ، قَا
لَ : " الْجَمَاعَةُ ".(14555)) في المعجم الكبير للطبراني

(অর্থঃ-আউফ বিন মালিক (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন: ইয়াহুদিরা একাত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, নাছারারাও বায়াত্তুর দলে বিভক্ত হয়েছে, আর যার হাতে আমার হায়াত বা জান তার শপথ, আমার উম্মৎ তিয়াত্তুর দলে বিভক্ত হবে, একটি (দল মাত্র) জান্নাতে (প্রবেশ করবে), বায়াত্তুর দলই দোযখে (প্রবেশ করবে), বলা হল: হে আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা), তারা কারা? তিনি বললেন : তারা হচ্ছে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)", আল- মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৫৫৫ ।

এই মাত্র উপরোক্ত (তৃতীয় , চতুর্থ ও পঞ্চম) হাদিস শরীফ তিন খানাতে পূর্ববর্তী (দ্বিতীয়) হাদিস শরীফ খানায় বর্ণিত " مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِى " বাক্যাংশটুকুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে গেছে । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল যে ألإسلام (ইসলাম) এর দশটি অংশের একটি অংশ এ বিষয়টি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্ন বর্ণিত এই অধ্যায়ের (ছষ্ঠ) হাদিস শরীফ খানাই এক মাত্র স্বাক্ষ্য । হাদিস শরীফ খানা এই---

ছষ্ঠ হাদিস শরীফ

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " الإسلام عشرة اسهم ، وقد خاب من لاسهم له: شهادة ان لا أله ألا الله ، وهي الملة ، والثاني الصلاة ، وهي الفطرة ،و الثالث الزكاة ، وهي الطهور، و الرابع الصوم ، وهو الجنة ، والخامس الحج ، وهو الشريعة ،والسادس الجهاد، وهو الغزو، والسابع الامربالمعروف وهو الوفاء ، والثامن النهي عن المنكر وهي الحجة ، والتاسع الجماعة ، وهي الألفة ، والعا شر الطاعة ، وهي العصمة. (11790)) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থ : ইবনে আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন- " ইসলাম দশটি অংশে বিভক্ত ।সেই ব্যার্থ যার (ইসলামের দশটি অংশের) একটি অংশ নেই ।(১)শাহাদাত(স্বাক্ষ্য দেওয়া)- (شهادة ان لا أله ألا الله ،) এটা হচ্ছে মিল্লাত তথা ধর্ম , (২) নামাজ, এটা হচ্ছে ফিতরাত তথা স্বভাব ধর্ম/প্রকৃতির ধর্ম, (৩) যাকাত, এটা হচ্ছে পবিত্রতা, (৪) সাওম(রোজা), এটা হচ্ছে বর্ম /আত্ন রক্ষাকারী বস্তু, (৫) হজ্ব , এটা হচ্ছে শরীয়ত, (৬), জিহাদ (সংগ্রাম), এটা হচ্ছে যুদ্ধ (৭) আল অমরু বিল মা'রুফ(সৎ বা ভাল কর্মে আদেশ), এটা হচ্ছে বিশ্বস্তুতা/সম্পাদন, (৮) আন নাহইয়ু আনিল মুনকার (ঘৃন্য বা অশ্লীল কর্ম) থেকে বিরত থাকা বা বিরত রাখা, (৯) الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল, এটা হচ্ছে ঘনিষ্ঠতা বা মিল, (১০) আত তআ'তু(আনূগত্য), এটা হচ্ছে সংরক্ষন বা পবিত্রতা, আল- মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৭৯০ ।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফ খানার ১০টি অংশের ৯ম (নবম) অংশটি হচ্ছে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল। আরো একটি কথা জানতে হবে যে,পূর্ববর্তী সকল ধর্মের নামই যে ألإسلام (ইসলাম) ছিল এবং

তাদের উম্মতের দলের এক মাত্র নাম যে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)ই ছিল তা নিম্ন বির্ণিত এই অধ্যায়ের (সপ্তম) হাদিস শরীফ খানা অধ্যয়ন করলে বা দেখলে সহজেই বুঝে এসে যাবে ইনশাআল্লাহ ।

সপ্তম হাদিস শরীফ

(2)كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال : كنا قعوداً حول رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة فجاءه جبريم عليه السلام بالوحي فتغشي رداءه فمكث طويلاً حتي سري عنه وكشف رداءه فإذا هو تعرق عرقاً شديداً وإذا هو قابض على شيء فقال "أيكم يعرف ما يخرج من النخل ؟ " فقال الآنصار : نحن يا رسول الله صلي الله عليه وسلم بأبينا أنت و أمنا ليس شيء يخرج من النخل إلا نحن نعرفه نحن أصحاب نخل ثم فتح يده فأذا فيها نوي، فقا ل:"ما هذا؟ فقا لوا : هذا يا رسول الله نوى،قا ل: "نوى أي شيء؟ قا لوا : نوى سنة،

قال : " صدقتم ، جاء كم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ، ولنأخذن بمثل أخذهم إن شبراً فشبراً ، وإن ذراعاً فذراعاً ،وإن باعاً فباعاً ،(فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيّ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لَتَرْكَبُنَّ سنن من كَانَ قبلكم مِثْلاً بِمِثْلٍ "،{ 23344} مُسْنَدُ أَحْمَدَ) حتي لو دخلوا في حجر ضب دخلتم فيه إلا أن بني إسرائل افترقت على موسى سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ،ثم إنها افترقت على عيسى ابن مريم على إحدى و سبعين فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ثم إنكم تكونون على اثنتين و سبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة الإسلام وجماعتهم (13481) في المعجم الكبير للطبراني.

অর্থঃ- "কাছির বিন আব্দুল্লাহর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা মদীনার মসজিদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার চতুর্দিকে বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় জিবরাইল আলাইহিস সাল্লাম ওহী নিয়ে আসলে তিনি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) চাদর দিয়ে (নিজেকে) ডেকে দীর্ঘক্ষন থাকলেন শেষ পh©ন্ত ওহীর অবস্থা চলে গেলে তিনি চাদর খুলে ফেললেন । তিনি তখন কোন কিছুতে ধরা অবস্থায় অত্যাধিক ঘর্মাক্ত হয়ে বললেন- "তোমাদের কেউ কি জান খেজুর থেকে কি বের হচ্ছে ? আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আমাদের বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গিত, আমরা খেজুর থেকে যাই বের হয় তা সবই জানি,, আমরা তো খেজুরের মালিক। তারপর তিনি তাঁর হাত খুললেন, এতে বিচি রয়েছে ।অতপর তিনি বলেলেন, এটা কি ? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এটা হচ্ছে বিচি ।তিনি বললেন, কিসের বিচি ? তাঁরা বললেন, বর্ষ বিচি , তিনি বললেন- সত্যিই বলেছ । জিবরাইল তোমাদের নিকট তোমাদের ধর্ম দেখাশুনা করতে এসে বলেছেন- তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের(ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের) নিয়মের উপর এক জুতার সাথে অন্য জুতার সামনা-সামনি অবস্থার ন্যায় (পূর্ববর্তীদের হুবহু আদর্শের উপর) চলাফেরা করবে(অন্য বর্ণনায়, সাহল বিন সা'দ আনসারী(রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : " যার হাতে আমার আত্মা বা প্রান তাঁর শপথ, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের(ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের) অনুরুপ নিয়মের উপর আরোহন করবে বা চলবে ", মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-২৩৩৪৪)। তোমরা পূর্ববর্তীদের নিয়মকে তাদের মতই ধরে রাখবে । যদি তারা এক বিঘৎ, পর্যায়ক্রমে এক হাত,এক গজ করে তাদের নিয়মকে ধরে রাখে তোমরাও তেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের নিয়মকে ধরে রাখবে । এমনকি তারা যদি গুসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু বনী ঈসরাইলরা মুসার উপর ৭০টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই (ضالة) ভ্রষ্ট, তা

হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে)الإسلام وجماعتهم (আল-ইসলাম ও তাদের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআ'ত)নামে দল, আর তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপর ৭০টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, একটি ফিকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা বা দলই (ضالة) পথ ভ্রষ্ট , আর তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم (ইসলাম ও তাদের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)আর নিশ্চয়ই তোমরাও ৭২টি ফিরকা -দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, একটি ফিরকা -দল ব্যতীত প্রত্যেকটি ফিরকা -দলই দোযখে প্রবেশ করবে, আর তা হচ্ছে (মুক্তিপ্রাপ্ত একটি দল হচ্ছে) الإسلام وجماعتهم (ইসলাম ও তাদের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল । আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৪৮১ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া দলগুলোকে " ضَالَّةٌ " (পথ ভ্রষ্ট) শব্দ দিয়েই ব্যক্ত করা হয়েছে । উপরে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এতসব সতর্কতা সত্বেও "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষেরা তাদের নিজেদেরই দূর্ভাগ্যবশত: উক্ত সতর্কতাকে উপেক্ষা করে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত))দল-উপদল গঠনের মাধ্যমে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে ।

উপরে বর্ণিত ১ থেকে ৯ নং হাদিস শরীফ পর্যন্ত সবগুলো হাদিস শরীফেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করার গুরুত্ব তারঁ প্রিয় উম্মতকে জানিয়েছেন ও ৩ নং হাদিস শরীফ থেকে ৫ নং হাদিস শরীফ পর্যন্ত أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির পরিবর্তে ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে বভিন্ন দল-উপদলগুলোর পরিণতি ও পরিনাম ফল সম্পর্কে তারঁ প্রিয় উম্মতকে অবহিত করেছেন । এতে উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহের ভাষ্য থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, ইসলামের নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করা যাবে না, ইসলামের নামে বিভিন্ন দল-উপদলগুলো দোযখে প্রবেশ করবে । অতএব, ইসলামের নামে বিভিন্ন দল-উপদল গঠন করা হারাম ও ইসলামের নামে গঠিত সব দল-উপদল ত্যাগ করা ফরজ এবং পাশাপাশি أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি করা,মানাও ফরজ । নিম্নে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার দুখানা হাদিস শরীফ খানা অধ্যয়ন করলে বিষয়টি আরো ভালভাবে উপলব্ধি,অনূধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করা যাবে ।

(১) অষ্টম হাদিস শরীফখানা এই---

عَنْ أَبُو إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِي أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " يَكُوْنُ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيْهَا " قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا ،قَالَ : "هُمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا يَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا "قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ إِنْ أَدْرَكَنِي ذَالِكَ ،قَالَ : " فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ إِمَامَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَ لاَ إِمَامٌ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ

وَأَنْتَ كَذَالِكَ "_ (3979) في سنن إبن ماجه+ البخاري (7084)
অর্থঃ-হযরত আবু খাওলানী থেকে বর্ণিত, তিনি হুজাইফা বিন ইয়ামানকে বলতে শুনেছেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : জাহান্নামের দ্বারে (ইসলামের নামে বিভিন্ন দল-উপদলের) আহবানকারীগণ থাকবে, যে জাহান্নামের দ্বারে থাকা আহবানকারীদের সাড়া দিবে তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে । আমি(হুজাইফা বিন ইয়ামান) বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহি ! তাদের(আহবানকারীদের) বর্ণনা দিন, তিনি(রাসুলুল্লাহি) বললেন : তারা আমাদেরই চামড়ার অন্তর্ভূক্ত জাতি আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে(তারা আমাদের ধর্মেরই অন্তর্ভূক্ত লোক আমাদের ধর্মের বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলবে), আমি(হুজাইফা বিন ইয়ামান) বললাম, যদি উহা আমাকে পেয়ে যায় তা হলে আপনি আমাকে কি আদেশ করছেন ! তিনি(রাসুলুল্লাহি) বললেন: তখন তুমি মুসলমানদের জামাআ'ত নামে দলকে তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে এবং তাদের ইমামকে(নেতাকে) ধরে থাকবে, আর যদি اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি না থাকে এবং তাদের ইমাম(নেতা)ও না থাকে , তা হলে এমতাবস্থায় তোমাকে মৃত্যু ধরে ফেলা পর্যন্ত গাছের মূল বা শিকর কামড় দিয়ে ধরে রাখতে হলেও কিন্তু তুমি (ইসলামের নামে গঠিত) সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর । আর তুমি এইরূপই করবে ।বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭০৮৪ + সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস শরীফ নং-৩৯৭৯ ।

(২) নবম হাদিস শরীফখানা এই---------------------------------------

عَنِ الحَارِثِ الأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ :" وَ أَنَا أَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ " سنن التِّرْمِذِي- (2763)

(অর্থঃ- হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনূগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকতে) । অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান জামাআত থেকে اَلْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে)বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি থেকে اَلْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা (দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল) সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে (পূনরায়-মতামত তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে" । সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।

উপরোক্ত নয়খানা হাদিস শরীফের (১) অষ্টমহাদিস শরীফখানায় বর্ণিত>>(فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا*অর্থঃ-তুমি (ইসলামের নামে) সব দল-উপদলগুলো ত্যাগ কর)<< বাণী মোতাবেক ইসলামের নামে বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ((উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত)) যে কোন নামে দল-উপদল গঠন করা হারাম এবং উপরোক্ত নয়খানা হাদিস শরীফের (২) নবম হাদিস বর্ণিত>>(أَنَاأَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ*অর্থঃআমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনূগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে)

৫. الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে) << বাণীর ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিষয় মোতাবেক أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি করা ও মানা ফরজ । মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

উপসংহারঃ উপসংহারে আমি তিনটি হাদিস শরীফ উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা। নিম্নে বর্ণিত প্রথম হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র বেহেস্তী দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি সহ ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুনাবলীর সাথে সম্পর্কিত মুসিলিম মানুষ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত যে কোন দল-উপদল অনুসরণ করার মানসিকতাকে হাদিস শরীফে " هَوَى" তথা প্রবৃত্তি বলা হয়েছে ।

তবে, الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামসম্বলিত দলটির অনুসরণ করার প্রবৃত্তিকে হাদিস শরীফে ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত অন্য যে কোন দল-উপদল অনুসরণ করার প্রবৃত্তি থেকে " إِلاَّ " শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে " إِسْتِثْنَاء" করে তথা ব্যাতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামসম্বলিত দলটির স্বতন্ত্র মর্যাদা দেখানো হয়েছে । নিম্নে উল্লেখিত হাদিস শরীফে বর্ণিত প্রবৃত্তিসমূহ প্রতিযোগিতার আকারে এ মুসলিম উম্মার মধ্যে দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হতে থাকবে।

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রবৃত্তি দু প্রকার । ১. কু-প্রবৃত্তি ২. সু-প্রবৃত্তি । ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুনাবলীর সাথে সম্পর্কিত মুসিলিম মানুষ কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নামে গঠিত যে কোন দল-উপদল অনুসরণ করার প্রবৃত্তির অনুসারী প্রত্যেকটি মুসলিম মানুষকে কু-প্রবৃত্তির অনুসারী মুসলিম বলে । হাদিস শরীফে এরূপ কু-প্রবৃত্তির অনুসারী মুসলিম মানুষকে দোযখী বলা হয়েছে ।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অনুসরণ করার প্রবৃত্তির অনুসারী প্রত্যেকটি মুসলিম মানুষকে সু-প্রবৃত্তির অনুসারী মুসলিম বলে। হাদিস শরীফে এরূপ সু-প্রবৃত্তির অনুসারী মুসলিম মানুষকে বেহেস্তী বলা হয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভবিষ্যদ্বাণী অসূযায়ী الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটির গরুত্ব নিয়ে নিম্নে বর্ণিত তিনখানা হাদিস শরীফের আলোকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা। যেমন হাদিস শরীফে আছেঃ----

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنْ أَبِيْ عَامِرٍ عبْدِ اللهِ بنْ لُحَيَ قَالَ : حَجَجْنَا مَعض مُعَاوِيَةَ بِنْ أَبِيْ سُفْيَانَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِيْنَ صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : إِنَّ أَهْل الْكِتَابَيْنِ اِفْتَرَقُوْا فِيْ دِيْنِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ و سَبْعِيْنَ مِلَّةً ، وَ أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً ،يَعْنِيْ الأَهْوَاءَ ، كُلُّهَا فِيْ النَّارِ ، إِلاَّ وَاحِدَةً ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ , وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِيْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ ،كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ ،لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ -(17211)مسند احمد

অর্থঃ-আবু আমের আব্দুল্লাহ বিন লুহাই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা মুআ'বিয়া বিন আবু সুফিয়ানের সাথে হজ্ব করলাম, যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম তখন তিনি জোহরের নামাজ পড়ে দাঁড়িয়ে বললেন : নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : " নিশ্চয়ই দুই

আহলু কিতাব (ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়) তাদের ধর্মে ৭২টি (বায়াত্তুরটি) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল , আর আমার এ উম্মত অচিরেই ৭৩টি (তিয়াত্তুরটি) দলে-উপদলে বিভক্ত হবে অর্থাৎ (৭৩টি) প্রবৃত্তিসমূহে বিভক্ত হবে, একটি ব্যাতিত এর প্রত্যেকটি দোযখে থাকবে, আর সেটা হচ্ছে أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)। নিশ্চয়ই অতিসত্বর আমার উম্মতের ভিতর উক্ত প্রবৃত্তিসমূহ প্রতিযোগিতার আকারে প্রবাহিত হতে থাকবে (সমবেশ হবে) যেমন কুকুর তার সাথীর সাথে সমাবেশ হয় বা মিলে। এর কোন একটি রগ, না একটি জোড়া অবশিষ্ট থাকবে যার ভিতর এ প্রবৃত্তি (মানুষের বেলায় দল-উপদল গঠন করার প্রবৃত্তি) প্রবেশ করবে না । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭২১১।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْئًا قَالَ: وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ ، فَالَ: قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نُقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِ لَبِيْدٍ ، إِنْ كُنْتُ لأُرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِيْنَةِ ، أَوَ لَيْسَ الْيَهُوْدُ وَ النَّصَارَى يَقْرَؤُوْنَ التَّوْرَةَ و الْإِنْجِيْلَ ، فَلاَ يَنْتَفِعُوْنَ مِمَّا فِيْهِمَا بِشَيْءٍ - (18201) مُسْنَدُ أَحْمَدَ

অর্থঃ-যিয়াদ বিন লাবিদ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া রালালামা কিছু বিষয় উল্লেখ করে বললেন : উহা হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান চলে যাওয়ার সময়, তিনি (যিয়াদ বিন লাবিদ) বললেন : আমরা বললাম : ইয়া রাসুলাল্লাহি , কিভাবে ইলম বা জ্ঞান চলে যাবে অথচ আমরা কুরআন পড়ছি, আমাদের সন্তানদেরকে কুরআন পড়াচ্ছি, আমাদের সন্তানেরা তাদের সন্তানদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন পড়াবে ? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া রালালামা) বললেন: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِ لَبِيْدٍ , তোমাকে তো মদীনার অধিক জ্ঞাণী ফকীহ লোক বলে আমাকে জানানো হয়েছে, (এতদসত্তেও তুমি এ কথা কেমন করে বলতে পারলে, তুমি কি জান না ?) এই ইয়াহুদি ও নাছারারা (খ্রীষ্টানদের) কি তওরাত ও ইনজিল পড়ছেনা, এতে যা আছে তা থেকে তো তারা কিছুই উপকার নিচ্ছে না ।মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৮২০১ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফ

عَنْ ابْنِ لَبِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : هَذَا أَوَانُ ذَهَابِ الْعِلْمِ ،قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ قَالَ : هَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْعِلمِ ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ (فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى "يَذْهَبُ الْعِلْمُ "،{ 18201} مُسْنَدُ أَحْمَدَ) وَفِيْنَا كِتَابُ اللهِ نُعَلِّمُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ (فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى "إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" ، { 18201} مُسْنَدُ أَحْمَدَ)، قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ لَبِيْدٍ ، مَا كُنْتُ أَحْسِبُكَ ،إِلاَّ مِنْ أَعْقَلِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ، أَلَيْسَ الْيَهُوْدُ وَ النَّصَارَى فِيْهِمْ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى ؟ قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ قَالَ : أَلَيْسَ الْيَهُوْدُ وَ النَّصَارَى فِيْهِمْ التَّوْرَةَ و الْإِنْجِيْلَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعُوْا مِنْهُ بِشَيْءٍ - (18202) مُسْنَدُ أَحْمَدَ

অর্থঃ- ইবনু লাবিদ আল-আনসারী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া রালালামা বলেছেন : এটা হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান চলে যাওয়ার সময়, শুবা (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন : অথবা তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া রালালামা) বললেন : এটা হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান বিচ্যুতি হয়ে যাওয়ার সময়, আমি বললাম : কিভাবে (অন্য বর্ণনায় "কিভাবে ইলম বা জ্ঞান চলে যাবে", মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৮২০১) অথচ আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব(কুরআন) রয়েছে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে উহা শিখাচ্ছি,

আমাদের সন্তানেরা উহা তাদের সন্তানদেরকে শিখাবে,(অন্য বর্ণনায় "কিয়ামত পর্যন্ত পড়াবে " ,মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৮২০১ ,) তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালালামা) বললেন :ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ لَبِيْدٍ , আমি তোমাকে তো মদীনার অধিক বুদ্ধিমান মনে করি, (এতদসত্তেও তুমি এ কথা কেমন করে বলতে পারলে, তুমি কি জান না ?) ইয়াহুদি ও নাছারাদের (খ্রীষ্টানদের) মাঝে আল্লাহর কিতাব রয়েছে, শুবা (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন : অথবা তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া রালালামা) বললেন : ইয়াহুদি ও নাছারাদের(খ্রীষ্টানদের) মাঝে কি তওরাত ও ইনজিল নেই, অত;পর তারা তো তা থেকে কিছুই উপকার নেয় নি । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৮২০২ ।

"مَعْرِفَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) এর পরিচয় " পর্বে প্রথম পাঁচটি হাদিস শরীফে বর্ণিত "আমার উম্মত ৭৩টি দল-উপদলে বিভক্ত হবে, একটি দল জান্নাতে যাবে আর সবগুলো দলই দোযখে যাবে, সেই জান্নাতী দলটি হচ্ছে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল" মর্মে ভবিষ্যদ্বানী ও সপ্তম হাদিস শরীফে বর্ণিত " তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের [ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের] নিয়মের উপর এক জুতার সাথে অন্য জুতার সামনা-সামনি অবস্থার ন্যায় (পূর্ববর্তীদের হুবহু আদর্শের উপর) চলাফেরা করবে। তোমরা পূর্ববর্তীদের নিয়মকে তাদের মতই ধরে রাখবে । যদি তারা এক বিঘৎ, পর্যায়ক্রমে এক হাত,এক গজ করে তাদের নিয়মকে ধরে রাখে তোমরাও তেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের নিয়মকে ধরে রাখবে" [1] মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী অনূযায়ী এবং উপসংহারে বর্ণিত উপরোক্ত তিনটি হাদিস শরীফের আলোকে এ কথা বুঝা গেল যে, সারা বিশ্বে বিশেষকরে বাংলাদেশে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত কু-প্রবৃত্তির অনূসারী কতক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামাগণ কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের পদাঙ্ক ও দৃষ্টান্ত অনূসরনে- অনুকরনে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ((এমনকি অনুধাবন করুন উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত)) ইসলামের নামের সাথে বা বা ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নামে দল-উপদল গঠন করায় উপরে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভবিষ্যদ্বাণীই এখন সত্যিই বাস্তবায়িত হয়েছে।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভবিষ্যদ্বাণীরবিস্তারিত বর্ণনাঃ

সারা বিশ্বে যে কোন ইসলামি মাদরাসা, ইসলামি প্রতিষ্ঠান এবংইসলামি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পবিত্র কুরআন, এর তাফসীর ও উসুলুততাফসীর, হাদিস শরীফ , এর উসুলুল হাদিস এবং ফিকহ ও এর উসুলুল ফিকহ সম্পর্কিত ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলবে"। কিন্তু পবিত্র কুরআন, হাদিস শরীফ , এবং ফিকহ সম্পর্কিত ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকা সত্বেও প্রশ্ন হল (ذَهَابِ الْعِلْمِ أَوْ اِنْقِطَاعِ الْعِلْمِ) " ইলম বা জ্ঞান চলে যাবে অথবা ইলম বা জ্ঞান বিচ্যুতি ঘটবে " বিষয়টি কি এবং কোন বিষয়ের ইলম বা জ্ঞান চলে যাবে অথবা কোন বিষয়ের ইলম বা জ্ঞান বিচ্যুতি ঘটবে ?

---

[1] (" لتسلكن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل ، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبراً فشبراً ، وإن ذراعاً فذراعاً ،وإن باعاً فباعاً"

অনুসন্ধিৎসু মূলক বা গবেষণামূলক উত্তর এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ সম্পর্কিত ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পূর্ণভাবেই বহাল থাকবে । ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয়ের ন্যায় "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর (হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত কতক নিকৃষ্ট মুসলিমগণের মন থেকে শুধুমাত্র দুটি ইলম বা জ্ঞান চলে যাবে বা বিচ্যুতি ঘটবে ।

আর ঐ দুটি ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে

(১) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র বেহেস্তী দল " أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) সম্পর্কে ইলম বা জ্ঞান,যে কোন ইসলামি দলের নাম দল" أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে নাম রাখতে হবে মর্মে জ্ঞান, " أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ "(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি ছাড়া অন্য কোন ইসলামি দল করা যাবেনা, প্রচার করা যাবেনা মর্মে জ্ঞান, " أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ "(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলটি ছাড়া অন্য কোন ইসলামি দলের সদস্য হওয়া যাবেনা মর্মে জ্ঞান ।

(২) ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নামের অন্তর্ভূক্ত চতুর্থ আইনগত নাম " মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় " (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أللهُ) সম্পর্কে ইলম বা জ্ঞান >> [2]
এ দুটি ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কেই বর্তমান কালের "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তীশতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ খুবই উদাসীন । অথচ এ দুটি ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ না থাকায় ইসলামের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে শিক্ষাদান, শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সত্তেও "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণ ইয়াহুদি ও নাসারাদের (খ্রীষ্টান) মত ضَالُّوْنَ তথা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে ।এ জন্যেই ইয়াহুদি ও নাছারাদের(খ্রীষ্টানদের) মাঝে তওরাত ও ইনজিল কিতাব থাকা সত্তেও তারা উপরোক্ত দুটি ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ থেকে উদাসীন থাকায় তারা যেমন তওরাত ও ইনজিল কিতাব থেকে উপকার লাভ করতে পারে নি ঠিক তেমনি "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিমগণও উপরোক্ত দুটি ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও

---

[2] মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয় (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أللهُ) সম্পর্কে **ইলম বা জ্ঞান** নামক বিষয়টির সম্প্রসারিত অর্থ, ভাব ও মর্মঃ>> মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, ("শরীয়ত সমর্থিত২(Footnote) আইন বহির্ভূত, ২ (Footnote) ঐচ্ছিক বিষয়" তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, "بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে [أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্টশতাব্দীতে " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয় (যেমন - মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন- " وَيَخْلُقُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ " (অর্থঃ - " এবং তিনি (আল্লাহ) এমন [নতুন] কিছু সৃষ্টি করবেন যা তোমরা জান না, ছুরা নহল, আয়াত নং -৮) সম্পর্কে ফরজ-হারাম-নিন্দনীয় বিদআ'ত বলার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ব্যতীত কোন মুসলিম মানুষেরই নেই মর্মে জ্ঞান ।("ইসলামি শরীয়তের চারটি আইনগত নাম" এবং "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْهَا أللهُ) এর বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা নং-২৫৯দ্রষ্টব্য)

শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ সম্পর্কিত সমস্ত ইলম বা জ্ঞান শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পূর্ণভাবেই বহাল রাখলেও তারা ইয়াহুদি ও নাছারাদের(খ্রীষ্টানদের) মত কুরআন থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারবে না ।বরং তারাضَالُّوْنَ তথা পথভ্রষ্ট হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে ।

সিদ্ধান্তঃ মহান আল্লাহ তাআ'লার আদিষ্ট আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় দলের একমাত্র নাম হচ্ছে اَلْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল।